ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০৮ ● কলকাতা ● ১২ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৯ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মেয়েকে কোন পেশায় দেখতে চান জানালেন আলিয়া

পৃঃ ৫

পিএসজির স্কোয়াড থেকে বাদ এমবাপ্পে!

পৃঃ ৬

বিদেশে যান অভিষেক, তৃণমূল-বিজেপির 'বোঝাপড়া' দেখছে বিরোধীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীকে কিসের ভিত্তিতে বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, সোমবারই সেই প্রশ্ন তুলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। জানিয়েছিল, গা-ঢাকা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে, বিদেশে যাওয়ার অধিকার অভিযুক্তের আছে। বিশেষত চিকিতসাজনিত কারণে। কিন্তু তা বলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিদেশযাত্রা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীর আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, জুনে বিদেশ যাওয়ার আগে তাঁরা ইডি-কে ই-মেল করে জানিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর পাননি। অভিষেক অতীতেও চিকিতসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। তাঁকে আটকানো হয়নি। তবে তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কলকাতা বিমানবন্দরে আটকেছিল অভিবাসন দফতর। বলা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিস আছে। এ বার তাই সস্ত্রীক অভিষেকের বিদেশযাত্রা নিয়ে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গড়িয়েছিল। অভিষেকের বিরুদ্ধে লুক-আউট সার্কুলার আছে কি না, তা ইডি-র কাছে জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, কলকাতা হাই

এরপর ৩ পাতায়

সারদাতে ইডি মমতাকে ছোঁয়নি, উনিই সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি:শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের সংবাদ শিরোনামে সারদা কেলেঙ্কারি। এই মামলায় আবারও চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সারদা মামলায় কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। সিবিআই -কে এই নিয়ে একটি চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি।এই প্রসঙ্গেই সারদা মামলায় এই অসন্তোষের কথা উঠে আসে বিরোধী দলনেতার গলায়। বললেন, 'ইডি যদি মনে করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার বিষয়ে তারা ভেবেচিন্তে এগোবে, তার জন্য তো বিরোধী দলনেতা বসে থাকবেন না। আমাকে তো ২ কোটি ২৮ লক্ষ্য মানুষ ভোট পাঠিয়েছে এদের দুর্নীতি, চুরি সব প্রকাশ্যে আনার জন্য।'

সারদা কেলেঙ্কারি মামলা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তৃণমূল মুখপাত্রর বক্তব্য, 'কাঁথি পুরসভার অ্যাকাউন্টে সারদার টাকা ঢুকেছিল। এটা নিয়ে পিএমএলএ আইনে যেন সিবিআই-ইডি শুভেন্দু অধিকারীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে।'এবার সারদা মামলায় ইডির ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা। সারদাতে মুখ্যমন্ত্রীকে ছোঁয়াই হয়নি। এই অভিযোগ আমার তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আছে। সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আপনারা ছুঁয়েই দেখেননি। তাঁর বাড়ির সব কর্মচারীকে ডেকেছেন, পার্টির সবাইকে ডেকেছেন, তাঁর ফোন যাঁরা ধরেন তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। কিন্তু আপনারা আসল জায়গায় অর্থাত, মাথায় পৌঁছাননি।

শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে ১৫০ কোটির টেন্ডার বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকেই এই বেনিয়ম হয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে চিঠিও লিখেছেন তিনি। এরপরও যদি ব্যবস্থা না হয়, তাহলে ইডিকেও চিঠি লিখবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু।

কালীঘাটের কাকুর বিরুদ্ধে ১২৬ পাতার চার্জশিট ইডি-র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রেফতার করার ৫৯ দিনের মাথায় সুজয় ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু-র বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিল ইডি। শুক্রবার রীতিমতো ট্রাঙ্কে করে সিটি সেশন কোর্টে ইডির বিশেষ আদালতে নথিপত্র নিয়ে আসা হল। ইডি সূত্রের খবর, চার্জশিটে অর্থ তছরূপ আইনের চার নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে।সূত্রের খবর, ইডির তল্লাশিতে সুজয় ভদ্রের একাধিক সম্পত্তির হদিসও মিলেছে। সুজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে ১১টি ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ। সম্পত্তি ও নথি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদেও মিলেছে অসঙ্গতি।সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর নাম প্রথম শোনা যায়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের মুখে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তাপস মণ্ডল দাবি করেছিলেন, তিনি কুন্তল ঘোষের মুখে প্রথম কালীঘাটের কাকুর নাম শোনেন। বেনিয়মে চাকরি করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে কালীঘাটের কাকুর যোগ রয়েছে বলে তাপস মণ্ডলকে নাকি জানিয়েছিলেন কুন্তল। এরপরেই নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ম্যারাথন তল্লাশিতে কালীঘাটের কাকু

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

গভীর সমুদ্রের ট্রলারডুবিতে

দীর্ঘ প্রায় ২৭ ঘন্টা সমুদ্রে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাজলো ৮ মৎস্যজীবী

গোপাল শীল : নিউজ সারাদিন : আবারো বঙ্গোপসাগরে ডুবল মৎস্যজীবী ট্রলার, পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় বাঁচলো আটজন মৎস্যজীবীর প্রাণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পরশুদিন ইলিশের সন্ধানে গঙ্গাসাগর থেকে মা শীতলা নামক একটি মৎস্যজীবীর ছোটো ট্রলার নিয়ে আটজন মৎস্যজীবী নিয়ে গঙ্গাসাগর থেকে ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দেয় গভীর সমুদ্রে, এরপর ওই ট্রলার টি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে,প্রচন্ড ঢেউএ ট্রলারটি উল্টে যায় হাড়িভাঙ্গা এলাকায়। ট্রলারে থাকা আট মৎস্যজীবী একটি তেলের ব্যারেল এবং কয়েকটি বাঁশ নিয়ে আপ্রাণ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরের মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায় সেখান থেকে সাগরে যোগাযোগ করে। মৎস্যজীবীদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয়েছে ৮ জন মৎস্যজীবী সকলে সুস্থ রয়েছে। সাগর থেকে মেদিনীপুরে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে মৎস্যজীবীদের পরিবার।

সুন্দরবনে আইএফএ সভাপতি

অজিত ব্যানার্জি ও সহ-সভাপতি সৌরভ পাল

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : কলকাতা ময়দানের জোর কদমে চলছে আইএফএ পরিচালিত কলকাতা ফুটবল লীগ। আর লীগ শুরু হতেই ময়দানে ঝড় তুলছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও অভিষেক ব্যানার্জীর ডায়মন্ড হারবার এফসি। আর ঠিক সেই সময় শুক্রবার সাঁঝ সকালে সুন্দরবনে দেখা গেল আই এফ এ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি সৌরভ পাল কে। এদিন আই এফ এ সভাপতি ও সহ-সভাপতি কে প্রথমে দেখা গেল ক্যানিং ক্রীড়াঙ্গন স্টেডিয়ামে। সেখানে তারা মাঠ থেকে শুরু করে ড্রেসিংরুম সমস্ত কিছু পরিদর্শন করেন। এখানেই উল্লেখ্য যে, গত সিজনে এই ক্যানিং ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা ফুটবল লীগের বেশ কিছু ম্যাচ হয়েছিল। কিন্তু এবারে এখনো পর্যন্ত আই এফ এ - এর সূচি অনুযায়ী কোন ম্যাচ পাইনি এই ক্যানিং ক্রীড়াঙ্গন। তবে আই এফ এ সভাপতি ও সহ - সভাপতি ক্যানিং স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পর কিছুটা হলেও আশায় বুক বাঁধছে সুন্দরবনের ফুটবলপ্রেমীরা। তবে কি আবারও তাদের ভাগ্যে কলকাতা লীগের ম্যাচ দেখার ভাগ্য হবে ক্যানিং স্টেডিয়ামে বসে? সেটা সময় বলবে। এরপর আইএফএ সভাপতি ও সহ-সভাপতি পৌঁছে যান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটিতে। সেখানে সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি সৌরভ পাল কে সবুজ মেরুন উত্তরীয়,পুষ্পস্তবক সহ তাদের ফ্যান্স ক্লাবের নিজস্ব জার্সি তুলে দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

তারপর প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পাঠানখালীতে পাঠানখালী সুন্দরবন নার্সারি ফুটবল কোচিং সেন্টার আয়োজিত একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে যোগদেন তাঁরা। সেখানে সুন্দরবন নার্সারি ফুটবল কোচিং সেন্টর আয়োজিত পাঠানখালী আঞ্চলিক লীগের ফাইনাল খেলা আজ অনুষ্ঠিত হয়। পাঠানখালী হাইস্কুল বনাম বটতলী ক্লাবের মধ্যে। ফাইনালে পাঠান খালি হাই স্কুলকে ৩ - ০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয় বটতলী ক্লাব। আর এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকা আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " প্রত্যন্ত সুন্দরবনে এত সুন্দর একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখে সত্যিই খুবই ভালো লাগছে। আগামী দিনে আইএফএ সুন্দরবনের এরকম টুর্নামেন্ট গুলি যাতে আরো সুন্দরভাবে আয়োজন করা যায় সেদিকে নজর দেবে এবং সুন্দরবনের ফুটবলারদের তুলে আনতে আইএফএ সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে "। আর সভাপতির পর সহ-সভাপতি সৌরভ পাল বলেন," আইএফএ তার সাধ্যমত নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে, সেই সঙ্গে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে সুন্দরবনের ফুটবলের জন্য যতটা সম্ভব সহযোগিতা করা যায়। তার সব রকম চেষ্টা করবো"।

আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া হাওড়ায় 'মোটো ভল্ট'

সুপারবাইক শোরুমের উদ্বোধন করেছে

- 'মোটো ভল্ট' হল ভারতের একমাত্র মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি
- মোটো মোরিনি (Moto Morini), জোন্টেস(Zontes) ও কিউজে মোটর (QJ Motor)-এর পাশাপাশি, 'মোটো ভল্ট' আরও অনেক বিশ্ব-মানের ব্র্যান্ড অফার করতে চলেছে
- তাছাড়াও 'মোটো ভল্ট'-এর শোরুমে এক্সক্লুসিভ রেঞ্জের অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিও শোকেস করা হয়েছে...

হাওড়া, ২৭শে জুলাই, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : মহাবীর গ্রুপ কোম্পানির অধীনস্থ, আদিশ্বর অটো রাইট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (AARI) তার মোটরসাইকেলের প্রিমিয়াম অফারিংয়ের রেঞ্জকে আরও প্রসারিত করতে, হাওড়াতে তার সাম্প্রতিকতম উদ্যোগ - মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি, 'মোটো ভল্ট' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক গ্রাহককে সবচেয়ে সেরা সুপারবাইকের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সারা ভারত জুড়ে গ্রাহকের সাথে সংযুক্ত হওয়ার একাধিক টাচ পয়েন্ট তৈরি করার কোম্পানির প্রতিশ্রুতির সাথে তাল মিলিয়েই এই ঘোষণাটি করা হয়েছে।

'স্পিড অটোমোবাইলস' শীর্ষক ব্যানারের অধীনে এই অত্যাধুনিক শোরুমটির ঠিকানা হল মির্জাপুর, আরগোরি, কদমতলা বাস স্ট্যান্ড, সাঁকরাইল, হাওড়া, পিন-৭১১৩০২। এতে মোটো মোরিনি (Moto Morini), জোন্টেস (Zontes) এবং সম্প্রতি লঞ্চ করা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, কিউজে মোটর (QJ Motor)-এর মতো বিভিন্ন গ্লোবাল রেঞ্জের সুপারবাইক ব্র্যান্ড শোকেস করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই, AARIতার এই মাল্টি-ব্র্যান্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে আরও অনেক বিশ্ব-মানের ব্র্যান্ড চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এইসব আউটলেটগুলিতে এন্ড-টু-এন্ড সেলস, সার্ভিস ও স্পেয়ার পার্টসের ব্যাপারে সহায়তা পাওয়া যায়, তার সাথে এখানে অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরির একটি এক্সক্লুসিভ রেঞ্জও দর্শকের জন্য উপলভ্য করা হয়েছে।

লঞ্চ উপলক্ষ্যে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ বিকাশ ঝাবাখ বলেন, “আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়াতে গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে, ব্যবসাতে নতুন ভ্যালু যোগ করাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অভিমুখে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও সক্ষম করে তুলতে, আমরা হাওড়াতে এমন একটি অনন্য প্রকারের মাল্টি-ব্র্যান্ড সুপারবাইক ফ্র্যাঞ্চাইজি-'মোটো ভল্ট' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করতে পেরে যথেষ্ট গর্বিত। এই লঞ্চের ফলে আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের জন্য প্রোডাক্ট, সেলস ও সার্ভিস সংক্রান্ত সহায়তার সামগ্রিক রেঞ্জকে আরও প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতিকেই আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। 'মোটো ভল্ট' শোরুমকে সারা ভারত জুড়ে লঞ্চ করার পেছনে আমাদের মূল লক্ষ্য হল যাতে সুপারবাইকের উৎসাহী গ্রাহক সারা বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত ব্র্যান্ড ও তাদের অতিপরিচিত প্রোডাক্টের অভিজ্ঞতা লাভ করা থেকে কোনওভাবে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা।”

নতুন ডিলারশিপের লঞ্চ প্রসঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করে 'মোটো ভল্ট-হাওড়া'র ডিলার প্রিন্সিপাল, মিঃ অতুল মাখারিয়া বলেন, “আমরা মোটো ভল্ট ইন্ডিয়ার সাথে একসাথে কাজ করতে পেরে খুবই আনন্দিত। গ্রাহকের প্রয়োজনের কথা ভেবে তৈরি করা আমাদের সেলস মডেলের মাধ্যমে, আমাদের সব গ্রাহককেই একদম নির্ঝঞ্ঝাট ও প্রিমিয়াম সেলস ও সার্ভিসের অভিজ্ঞতা প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করি। এই প্রক্রিয়াতেই মোটো ভল্ট হাওড়ার সমস্ত পেশাদার কর্মচারীকেই কোম্পানির মাধ্যমে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা গ্রাহকদের সবচেয়ে সেরা মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সমর্থ হন।”

মোটো ভল্ট অতি দ্রুততার সাথে সারা ভারত জুড়ে তার ফুটপ্রিন্টকে প্রসারিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে এবং সেই কারণে অতি জরুরি ভিত্তিতে, সুপারবাইকের ব্যাপারে একই ধরনের আবেগপ্রবণ বিজনেস পার্টনারের অনুসন্ধান করে চলেছে যাতে সারা দেশে ব্যবসা প্রসারিত করতে কোনও অসুবিধা না হয়।

মোটো মোরিনি (গড়ঃড় গড়ৎরহর) রেঞ্জের 650 সিসি ক্যাটেগরিতে 4টি মডেল রয়েছে, যার দাম ₹6,89,000 (এক্স-শোরুম, ভারত) থেকে শুরু হয়। এর মধ্যে আপনি সেইয়েমেজো রেট্রো স্ট্রিট (Seiemmezzo Retro Street) ও স্ক্র্যাম্বলার (Scrambler)-এর পাশাপাশি X-Cape 650 ও X-Cape 650X-এর মতো প্রোডাক্টও পাবেন।

জোন্টেস (Zontes) রেঞ্জের দাম ₹ 3,15,000 (এক্স-শোরুম, ভারত) থেকে শুরু হয় এবং এতে 350 সিসি ক্যাটেগরিতে ৫টি মডেল অফার করা হয়-সেগুলি হল, 350R, 350X, GK350, 350Tএবং 350T ADV মডেল।

কিউজে মোটর (QJ Motor) রেঞ্জের দাম ₹1,99,000 (এক্স-শোরুম, ভারত) থেকে শুরু হয় এবং এতে 250 সিসিথেকে 400 সিসি ক্যাটেগরির মধ্যে 4টি মডেল অফার করা হয়-সেগুলি হল, SRC 250, SRC 500, SRV 300এবং SRK 400 মডেল।

বিহার থেকে বাংলায় মদ পান করতে এসে

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু মদ্যপ বাইক চালকের! গুরুতর আহত দুই

সানু ইসলাম, ২৭ জুলাই: নিউজ সারাদিন : এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বিহার থেকে বাংলায় মদ খেতে আসা এক বাইক চালকের। গুরুতর আহত আরো দুই।ঘটনাটি ঘটেছে আজ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদাগামী রাজ্য সড়কে কাপাইচন্ডী এলাকায়।স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় ওই দুই আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে কুশিদা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে গেলে আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন বলে খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম মনোজ কর্মকার(২৫) ও আহত দুই যুবকের নাম বুলু দাস(১৮) এবং শিবা দাস(২২)।এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি বিহারের বারসই থানার মুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিয়াপুর গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,আজ বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ এই তিন যুবক একটি বাইকে করে কুশিদা কাঁপাইচন্ডী এলাকায় মদপান করে বিহারের দিকে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে কুশিদা-তুলসীহাটা রাজ্য সড়ক ধরে তুলসীহাটার দিকে একটি ১৪ চাকার এলপি ট্রাক ছুটে আসছিল।বেপরোয়া গতিতে থাকা ওই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ওই এলপি ট্রাকে ধাক্কা মারে বলে খবর।ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইক চালকের এবং গুরুতর আহত হন বাইকে থাকা আরও দুই আরোহী।দীর্ঘক্ষণ ওই দুই আহত এবং নিহত বাইক চালক রাজ্য সড়কের পাশে পড়ে থাকেন।শেষে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় ওই দুই আহতদের প্রথমে কুশিদা হাসপাতাল পরের চাঁচল সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যায় বলে খবর।এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ এরা বিহার থেকে বাংলায় মদ খেতে এসেছিল।এদের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল।কাঁপাইচন্ডী এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে থাকা একটি মদের ঘাঁটি থেকে প্রায়শই বিহারের যুবকরা এলাকায় মদ খেতে আসেন।অবিলম্বে পুলিশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এলাকায় আরো দুর্ঘটনা বাড়বে বলে মনে করছেন তারা।তবে এদের কারো মাথায় কোন হেলমেট ছিল না।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘাতক এলপি ট্রাকটির খোঁজ শুরু করেছেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের কাকুর বিরুদ্ধে ১২৬ পাতার চার্জশিট ইডি-র

ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় ইডি ।বেশ কয়েকবার তলব করার পরে অবশেষে গত ৩০ মে গ্রেফতার করা হয় সুজয়কে। সূত্রের খবর, এদিন ইডির দাখিল করা মোট ১২৬ পাতার চার্জশিটে ৭ হাজার ৬০০ পাতার নথি রয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, প্রায় ২০ কোটি টাকার দুর্নীতির লেনদেনে যুক্ত ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ইডির দাবি, একাধিক কোম্পানির সঙ্গে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ মিলেছে। এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এভাবেই কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলে অনুমান ইডি-র। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সুজয় ভদ্র কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলেও অভিযোগ।

১-ম পাতার পর

বিদেশে যান অভিষেক, তৃণমূল-বিজেপির 'বোঝাপড়া' দেখছে বিরোধীরা

কোর্টেও প্রাক্তন তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষের চিঠির সূত্রে অভিষেকের একটি মামলা বিচারাধীন। সোমবার তার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। ওই দিন পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করার কথাও জানিয়ে রেখেছে ইডি ।নিষ্পত্তি হয়নি ওই সংক্রান্ত আবেদনের। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাতে অভিষেক সস্ত্রীক বিদেশ রওনা হওয়ায় বিভিন্ন মহলে উঠতে শুরু করা প্রশ্নের উত্তরে তাঁর আইনজীবীর দাবি, প্রয়োজন না থাকলেও সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন অভিষেক। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত ও মামলা চলাকালীন অভিষেকের বিদেশ চলে যাওয়া প্রসঙ্গে অভিষেকের আইনজীবী ব্যাখ্যা দিলেও, রাজনীতির তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এই ঘটনায় কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসক দলের 'বোঝাপড়া' বা 'সেটিং'-এর তত্ত্ব ফের সামনে এনেছে সিপিএম ও কংগ্রেস। বিজেপির পাল্টা দাবি, কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। তদন্ত হচ্ছে আইন মেনে। আর তৃণমূলের বক্তব্য, আইনে বাধা নেই বলেই দেশ ছাড়তে পেরেছেন অভিষেক। তা সত্ত্বেও এই কুরুচিকর প্রচার চালাচ্ছেন বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসুর বক্তব্য, "অভিষেক চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। এটি তাঁর মৌলিক অধিকার। এ ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকতে পারে না। প্রয়োজন না থাকলেও তিনি বিদেশযাত্রার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে গিয়েছেন। তিনি আগেও চিকিতসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। বিদেশযাত্রার বিষয়ে তাঁর অধিকার সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাই কোর্টে স্বীকৃতি পেয়েছে।" সিপিএমের আইনজীবী-সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "নিশ্চয় ইডির থেকে অনুমতি নিয়েই বিদেশে গিয়েছেন। এত দিন অনুমতি পাচ্ছিলেন না বলেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অনুমতি পেয়ে গিয়েছেন বলেই বিদেশে যেতে পেরেছেন। "মামলা চলাকালীন তদন্তকারী সংস্থা কী ভাবে ওই 'অনুমতি দিল', সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই খোঁচা দিতে শুরু করেছে এ রাজ্যের কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতারা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, "আদালতে ওঁর (অভিষেকের) আবেদনের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এর মধ্যেই গোপনে দুবাই রওনা হয়ে গেলেন? ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা হয় কিছু টের পেল না, নয়তো তারা সম্মতি দিয়ে দিল। তার মানে, আদালতের রক্ষাকবচ 'ভাইপো' পান বা না-পান, মোদীর রক্ষাকবচ তিনি পেয়েছেন। এর থেকে স্পষ্ট যে, সেটিং রয়েছে। ইডি, সিবিআই, অভিবাসন সবাই চুপ!" প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, কংগ্রেসের আব্দুল মান্নানেরও অভিযোগ, "আমরা বহু দিন ধরেই বলছি, বিজেপি ও তৃণমূলের নকল যুদ্ধ চলছে। আদালত তাদের মতো করে চেষ্টা করছে, কেলেঙ্কারির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তদন্তকারীরা সক্রিয় না হলে কী হবে? আদালতে যেমন মামলা চলছে চলুক, ভাইপো তাঁর নির্ধারিত দিনে বিদেশে চলে গেলেন। নতুন করে আর সেটিং বোঝানোর কী আছে!"রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য বলছেন, "কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। কেন্দ্রের সরকার প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়। আইনের মধ্যে থেকেই তারা কাজ করবে।" শমীকের পাল্টা কটাক্ষ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিমান বসুকে মিছিল করতে হচ্ছে!... এঁদের মুখে আর সেটিং-এর কথা মানায় না।" রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "সম্পূর্ণ আইন মেনে তিনি (অভিষেক) বাইরে গিয়েছেন। আর না যাওয়ার কোনও পর্যবেক্ষণ বা আদেশ আদালতের তরফে দেওয়া নেই। তবু বুধবার সন্ধ্যা থেকে এই কুরুচিকর প্রচার চালানো হচ্ছে।"

যোগীর বুলডোজার ভাড়া করুন', বেআইনি নির্মাণ মামলায় পরামর্শ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুরসভার একাধিক জায়গায় বেআইনিভাবে নির্মাণ চলছে। তা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাও রয়েছে বহু। এই মামলাতেই এবার চমকপ্রদ পরামর্শ বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রয়োজনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের থেকে বুলডোজার ভাড়া নিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কথা বললেন তিনি ।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক নজিরবিহীন রায় এবং পর্যবেক্ষণের জেরে শিরোনামে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। এবার যোগীর বুলডোজার ভাড়া করার পরামর্শ দিয়ে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তিনি। তবে কলকাতা পুরসভার আইনজীবীকে যোগীর বুলডোজার ভাড়া করার পরামর্শ যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন কেউ কেউ। শুক্রবার মানিকতলা থানা এলাকার বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশ এবং কলকাতা পুরসভার কাজের প্রশংসা করেন। বলেন, 'পুলিশ আর পুরসভা নিয়ে আমি কিছু বলব না। আমি জানি তাদের কি বাহ্যিক চাপের মুখে কাজ করতে হয়।' বিচারপতির সাফ হুঁশিয়ারি, 'কোনও গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। গুন্ডাদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। গুন্ডাদমন শাখার আধিকারিকরা জানে কীভাবে গুন্ডাদের শায়েস্তা করতে হয়।' এরপরই কলকাতা পুরসভার আইনজীবীকে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিমায় বিচারপতি বলেন, 'দরকার পড়লে যোগী আদিত্যনাথের থেকে কিছু বুলডোজার ভাড়া করুন।'

আকাশ সুরক্ষা ব্যাবস্থা মজবুত করতে রাশিয়ার আরও এক গোত্রের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করতে পারে ভারতবর্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার যুদ্ধাস্ত্রের সবথেকে বড় ক্রেতা হল ভারতবর্ষ। দেশের স্বাধীনের পর রাশিয়া থেকেই ভারত 70 শতাংশের উপর সমরাস্ত্র ক্রয় করত। তবে আসতে আসতে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এখন ফ্রান্স, ইসরায়েলের পাশাপাশি আমেরিকার থেকেও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা শুরু করেছে ভারতবর্ষ। আর সেই কারনে কিছুটা হলেও চাপ বেড়েছে রাশিয়ার। গুরুত্বপূর্ণ রাডার সাপোর্ট না থাকার কারণে তুর্কির ড্রোন গুলি রাশিয়ান ভাষায় জেনোসাইড করেছে রাশিয়ান pantsir গুলোকে 4 কিমি দূর থেকে। তার কারণ হল সেই সিস্টেম গুলিতে দূরপাল্লার রাডার সাপোর্ট সিস্টেম ছিল না। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে ভারত চীন উত্তেজনা কারণে রাশিয়া এই সিস্টেম লাদাখ অঞ্চলে ভারতের এসেট কে চীনা বায়ুসেনার হামলা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তবে ভারতের মতে কোরিয়ান k 30 biho সিস্টেম অনেক কার্যকর। ভারত রাশিয়া থেকে pantsir এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করতে পারে। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে pantsir s1 সিস্টেম হাই মোবিলিটি আর ভার্সিলিটি জন্য ভারতের বায়ু সুরক্ষা ব্যাবস্থা মজবুত করতে পারবে। এটি এস 400 এর সঙ্গে নেটওয়ার্ক করলে এক ড্রাগনেট তৈরী হতে পারে যাকে শত্রুর হাত থেকে ভারতবর্ষের আকাশকে করে তুলবে অভেদ্য। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের মতে সিরিয়ান অপারেশন সময় pantsir s1 সিস্টেম যে ভুল ভ্রান্তি সীমাবদ্ধতা নজরে এসেছে তা তারা আসতে আসতে ঠিক করছে। পাশাপাশি ভারত কে সিস্টেম বিক্রি করা হবেতা অনেক উন্নত হবে। ভারতের ভু প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী রাশিয়া এই সিস্টেম কে মডিফাই ও করে দেবে। তবে কিছু সিস্টেম অংশ ভারতে টেক শেয়ার করে যৌথ উদ্যোগে বানানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মিসাইল ও গুরুত্বপূর্ণ রাডার ও সেন্সর টেক শেয়ার ব্যাপারে তারা চুপ।

রাশিয়ান সমর বিশারদরা জানিয়েছিলেন যে যে তুর্কির bayractar tv2 ড্রোন সিস্টেম বিরুদ্ধে pantsir অকৃতকার্য হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাশিয়ান ভার্শন pantsir ও এক্সপোর্ট ভার্শন pantsir যাকে zrpk বলে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি তিন লেয়ার টার্গেট সিস্টেম ও ফেসড আরে রাডার সিস্টেম আছে, দ্বিতীয় টিতে খালি অপটিক্যাল সেন্সর।

তাইওয়ানকে ৩৩০ মার্কিন ডলার অস্ত্র সাহায্য করতে চলেছে বাইডেন প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউক্রেনের পর এবার তাইওয়ানের পাশে দাঁড়াতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাইওয়ানকে ৩৩ কোটি মার্কিন ডলার সামরিক অস্ত্র সাহায্য বা প্যাকেজ ঘোষণা করতে চলেছে জো বাইডেন প্রশাসন। মার্কিন বাজেটে চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলা করা তাইওয়ানের জন্য ৩৩০ মার্কিন ডলার বরাদ্দ ঘোষণা করতে চলেছে ওয়াশিংটন। রাশিয়ার পর এবার সরাসরি চিনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামতে চলেছে আমেরিকা। ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রেকর্ড অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে বকলমে পুতিনের বিরুদ্ধে লড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একই রকমভাবে রাশিয়ার ইউক্রেনের ঢঙে তাইওয়ানে আগ্রাসন চালানো চিনের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে যুদ্ধে নামছে আমেরিকা। একদিকে রাশিয়া বনাম ইউক্রেন-আমেরিকা, অন্যদিকে চিন বনাম তাইওয়ান-আমেরিকা। বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।তবে ধীরে ধীরে এই বারদ্দা ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলেও জানানো হয়েছে। তাইওয়ানে চিনের আগ্রাসন তখন সরাসরি আমেরিকা-চিনের যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় সংবাদমধ্যমে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ইউক্রেনকে ৪৪ বিলিয়ন ডলার অর্থ ও সামরিক অস্ত্র সাহায্য খাতে খরচ করেছে আমেরিকা। ইউক্রেনকে এখনও পর্যন্ত ৫০০ মিলিয়ন ডলার অর্থের সামরিক অস্ত্র ও যন্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করেছে বাইডেন প্রশাসন। এবং আরও ১.২ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য ইউক্রেনকে করতে চলেছে আমেরিকা। রাশিয়ার হানায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইউক্রেনকে পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা খরচ করেছে ৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মহরমের আগে হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ রাজ্য পুলিশকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার মহরম। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্দেশে বড় নির্দেশিকা জারি কলকাতা হাইকোর্টের ।বেঞ্চের তরফে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, একজন নাগরিককে এমন কিছু শোনার জন্য কখনোই বাধ্য করা উচিত নয় যা তাঁর অপছন্দ বা অপ্রয়োজনীয়। পুলিশকে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে সময় বেঁধে দেওয়ার কথা। সকালে ২ ঘণ্টা ও বিকেলে ২ ঘণ্টা সময় বাজনা বাজানোর জন্য বেঁধে দিতে হবে। সকাল ৮টার আগে ও সন্ধে ৭টার পরে বাজনা বাজানো যাবে না। মহরমে শব্দবিধি না মেনে বাজনা বাজানো নিয়ে মামলা করেন এক মহিলা। সেই মামলায় এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট ।বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএম শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মহরমকে কেন্দ্র করে বেশি আওয়াজের বাজনা বাজানো যাবে না ।শব্দমাত্রা কোনও ভাবেই ৬০ ডেসিবেল ছাড়াতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা খোলা আকাশের নীচে রান্নাঘর বানানোতেও। সাধারণ মানুষের কোনও ধরণের অসুবিধে যেন না হয় তা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে নজর রাখতে হবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ এই মর্মে রাজ্য পুলিশকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বলে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা ২৯ জুলাই, ২০২৩ শনিবার ১২ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিশ্ব উষ্ণায়ন পার করে শুরু বিশ্ব ফুটন্ত যুগ

ওয়ার্মিং' স্তর পেরিয়ে 'বয়েলিং' স্তরে চলে গেছে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন। অর্থাত পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা বা যাকে বলে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', তা আরও এক ধাপ এগিয়ে হয়ে গিয়েছ 'গ্লোবাল বয়েলিং'। এক কথায়, গরমে ফুটছে গোটা বিশ্ব। উষ্ণায়ন পার করে শুরু হয়েছে ফুটন্ত যুগ।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তরোত্তর তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। এ বছরের জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণতম মাস। ২০০৩-এর জুলাইয়েও ভয়ঙ্কর তাপপ্রবাহ হয়েছিল ফ্রান্সের গালার্গ লো মোঁত্যোয়। তবে এ বার তাপমাত্রা তার চেয়েও ৩.২ ডিগ্রি ফারেনহাইট উপরে।রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস এই কথাই জানিয়েছেন।

গতকাল, বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের একটি ভাষণে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে অবিলম্বে আমূল পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন আন্তোনিও। তিনি বলেছেন, এই জুলাই মাসে গোটা বিশ্বে যে রেকর্ড-বিধ্বংসী তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছে, তাতে এ কথা স্পষ্ট যে পৃথিবী একটি উষ্ণতার পর্যায় থেকে ফুটন্ত যুগে চলে গেছে।

এদিন তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ জুড়ে যেভাবে বাড়ছে তাপমাত্রা, তা রীতিমতো 'নিষ্ঠুর'। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'গোটা গ্রহের জন্যই এটি একটি বিপর্যয়!' আন্তোনিও উল্লেখ করেছেন, আগামী যে দিনগুলি আসতে চলেছে, তাতে এত বছরের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে। তাঁর কথায়, 'এতটাই জলবায়ুর পরিবর্তন। ভয়ঙ্কর। এটি সবেমাত্র শুরু। বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগ শেষ হয়েছে, বিশ্ব ফুটন্ত যুগ এসেছে।'আন্তোনিও এদিন আরও মনে করিয়ে দেন, জলবায়ু পরিবর্তনের এই চরম প্রভাবগুলি নিয়ে বিজ্ঞানীরা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন। তাঁদের সব কথা মিলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, যে গতিতে এই পরিবর্তন হচ্ছে, তা বিস্ময়কর। পৃথিবীর আগামী পরিণতি 'দুঃখজনক' বলে উল্লেখ করে তিনি জ্বালানি নিয়েও নতুন করে ভাবনাচিন্তার কথা বলেন।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই নাসা জানিয়েছিল, গত ১০০ বছরের তথ্য বলছে, এর আগে কখনও এতটা তেতেপুড়ে ওঠেনি ধরিত্রী। জুলাই মাসটাও এতটা গরম হয়ে ওঠেনি এর আগে কোনও দিন। নাসা বলেছে, নাসা বলছে, এই গা পোড়ানো জুলাইয়ের জন্য দায়ী ইউরোপে নজির গড়ে ফেলা তাপপ্রবাহ, গোটা সুমেরু ও ইউরেশিয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি আর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর আগে প্রায় একই কথা জানিয়েছিল ইউরোপের 'কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস'।তথ্য বলছে, জুলাইতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যা থাকা উচিত, সে তুলনায় এ বছরের জুলাই অনেক বেশি উষ্ণ। প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ জলস্রোত এল নিনোর কারণে এ বছরে তাপমাত্রা বেড়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের। ফলে তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ক্যালিফর্নিয়া এবং টেক্সাসে তাপপ্রবাহ চলছে। আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ক্যালিফর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে তাপমাত্রা ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, নানা জায়গায় প্রচণ্ড দাবানল ছারখার করে দিচ্ছে সব। কানাডার কিছু জায়গাতেও দাবানল দেখা গেছে। গত ৭-৮ বছর ধরে ইউরোপে খরা লাগাতার ভাবে যতটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তা গত ২ হাজার বছরে একটি রেকর্ড। গোটা ইউরোপ মহাদেশে বেড়েছে তাপপ্রবাহের ঘটনা। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্যই এটা হয়েছে। চলতি এপ্রিল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাপমাত্রা রেকর্ড ছুঁয়েছে। চিনের চেংডু, ঝিজিয়াং, নানজিং ও ইয়াংঝি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে।

আসানসোল থেকে দিল্লির আদালত

অনুব্রতর মামলা স্থানান্তরের আরজি ইডি'র

আসানসোল: নিউজ সারাদিন : এবার গরু পাচার মামলা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল ইডি। আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে ইডি মামলা স্থানান্তরের আবেদন করার পরেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। তা হলে অনুব্রত মণ্ডল, তাঁর কন্যা সুকন্যা মণ্ডল এবং তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের মামলা দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতেই হবে বলে মনে করছে আইনজীবীদের একাংশ। গরু পাচার মামলায় প্রথমে সিবিআই ও পরে ইডি'র হাতে গ্রেপ্তার হয়ে এখন দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত এবং তাঁর কন্যা। ওই জেলেই রয়েছেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতির প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন। এছাড়াও রয়েছেন এনামুল হক এবং বিএসএফ কমান্ড্যান্ট সতীশ কুমার। আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ বলেন, 'আসানসোলের সিবিআই আদালত যদি মামলা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তা হলে অনুব্রত, সায়গলদের সেখানেই শুনানি হবে। তার ফলে যত সাক্ষী রয়েছেন, তাঁদের সকলকেই দিল্লি গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। সিবিআইকে সমস্ত নথি দিল্লিতে নিয়ে যেতে হবে। তার থেকে ভাল হয় আসানসোলের সিবিআই আদালতকে ইডি'র বিশেষ আদালত করে দেওয়া হোক।'শুক্রবার আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে গরু পাচার মামলা স্থানান্তরের আবেদন করে ইডি। তাদের আবেদনে মামলাটি দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে স্থানান্তরিত করা হোক। সেখানেই চলুক মামলার বিচারপ্রক্রিয়া। ইডির এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী ১৯ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। সেদিন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ আপত্তি জানাবেন বলে জানান।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে। তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

থেকেই। তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের।শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত । এমন লোক খুব কমই আছে যে শনির নাম শুনে ভীত হয় না । সূর্য দেবের নয় পুত্র এর মধ্যে শনির নাম বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য । সূর্য দেবের পত্নী ছায়ার পুত্র শনি দেবের গায়ের বর্ণ কালো । শনি ছোট বেলা থেকে বদ মেজাজি । সূর্য দেব নিজের রাজ্য তার পুত্র দের মাঝে ভাগ করে দিলেন । প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন । শনি দেব এক লোকের অধিপতি হয়ে খুশি ছিলেন না । তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন । অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন । তিনি তাকে বর চাইতে বললেন । শনি দেব তখন বললেন ঃহে ভগবান ,আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় ।ব্রন্মভা তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । শনিদেবের ক্রোধের ফলে মানুষকে একদম নিস্তেজ করে দেয়, শনিদেবের নিজের ভাইয়ের উপর পড়েছিল।শনি দেব শক্তি প্রাপ্ত হবার পর শনি দেব তাঁর ভাইদের রাজ্য ছিনয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন । তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন হলেন । সূর্য দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন । সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন । এরা সবাই শনি দেবের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন । তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই শনির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় নয়ন খুললেন । শনি তার মারক দৃষ্টি দিয়ে শিব কে দেখলেন । উভয়ের দিব্য দৃষ্ট জ্যোতিঃ সারা মহাকাশ আচ্ছাদিত হল । এবার শিব তাঁর ত্রিশূলের প্রহারে শনি অবচেতন করলেন । নিজ পুত্র কে মৃত ভেবে শোক গ্রস্ত হলেন এবং শনির জীবন দানের জন্য প্রার্থনা অনুনয় বিনিময় করতে লাগলেন । সূর্যের প্রার্থনা শুনে শিব শনির মুরচ্ছা ভঙ্গ করলেন । শনিদেবে অভিমান ভঙ্গ হল এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমরপন করে ক্ষমা চাইলেন ।আসলে অসহায় শনি ভাই-বোনের থেকে দূরে সরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ সব কিছুর দায় সন্ধ্যার ওপর চাপিয়ে তাঁকে একদিন লাথি মারেন তিনি। সেই রাগে শনিকে খোঁড়া হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন সন্ধ্যা। এই ঘটনার কথা জেনে হতবাক হয়ে যান সূর্য। মা-কে লাথি মারার জন্য শনির ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেও বেশি অবাক হন সন্ধ্যার ভূমিকায়। একজন মা কী করে তাঁর সন্তানকে এমন অভিশাপ দিতে পারেন, তা ভেবে পান না সূর্য্য। সন্ধ্যার কাছে সব জানতে চান তিনি। সূর্যের জেরায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সব জানান সন্ধ্যা।শনির ওপর এতদিন এত অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে নিজের ভুল স্বীকার করেন সূর্য্য। শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। কেউ কোনও অপকর্ম করলে শনির নজর এড়ায় না। শনির হাতে তার শাস্তি নিশ্চিত। তবে কোন মানুষের উপরে যদি শনিদেব রুষ্ট হয়ে থাকে, তখনই

মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় সেইসময়, যখন শনিদেব শকুনের উপর বসে অশুভ প্রভাব ফেলেন। কোনও নারী-পুরুষের অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যুযোগ থাকলে ভগবান সূর্যপুত্র হরিণে চড়ে আসেন। দেহ থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয় সীমাহীন কষ্টভোগের মাধ্যমে।

ছায়ানন্দনের কুকুরের পিঠে চড়ে বাড়িতে আগমন ঘটলে সেই সময় গৃহে নানান রকমের অশান্তি ও ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে হয় চুরি।

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোনা রুপো লোহা ও তামা, এই চারটি ধাতুকে শনিদেব চরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন যখন কোনও নারী বা পুরুষের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নাশ করেন তখন ছায়ার সুপুত্র শনিদেব আসেন লোহার চরণে অর্থাৎ ওই চরণে অশুভ প্রভাব ফেলেন তিনি। কারও উপর শুভ প্রভাব বিস্তারের সময় তিনি আসেন তামা ও রুপোর চরণে। এই সময় মানুষের জাগতিক সমস্ত শুভ কর্মে সুখ ও সাফল্য আসে। যখন সূর্যতনয় শনিদেব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারও উপর অপার করুণা করেন তখন তিনি আসেন সোনার চরণে। এই সময় মানুষের ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ, সম্মান যশ অর্থ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ হয়ে থাকে। সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় যেন দিনে দিনে।তবে,শনিদেব মৃত্যু ও ন্যায় বিচারের দেবতা যমদেব বা ধর্মরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে শনিদেবের ছোটবড় মন্দির দেখা যায়, এবং সেখানে সপ্তাহান্তে শনিবার বড় ঠাকুরের সাপ্তাহিক পুজার্চনা হয়ে থাকে। এছাড়াও সারা ভারতে বেশকিছু বড় বড় শনি মন্দির ও তীর্থস্থান উল্লেখযোগ্য, যেমন তিরুনাল্লার শ্রী শনিশ্চর কোইল ,দেওনার-এর শনি দেবালয়ম, মহারাষ্ট্রের শনি-সিঙ্গাপুর মন্দির, তিতওয়ালার শনি মন্দির, মাদুরাই এর নিকটে কুচানুর-এর শনি মন্দির। শনিদেব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যতই ভয়ভীতিমিশ্রিত হোক না কেন, মৎস্য পুরাণ কিন্তু শনিদেবকে লোকহিতকর গ্রহের তালিকাতেই ফেলেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজার্চনা করার বিধান আছে। সাধারনত শনিদেবের মন্দিরে অথবা গৃহের বাইরে খোলা জায়গায় শনিদেবের পূজা হয়। নীল বা কৃষ্ণগ বর্ণের ঘট, পুষ্প, বস্ত্র, লৌহ, মাষ কলাই , কালো তিল, দুগ্ধ, গঙ্গাজল, সরষের তেল প্রভৃতি বস্তু শনিদেবের ব্রতের জন্য আবশ্যিক। নির্জলা উপবাস বা একাহারে থেকে এই ব্রত পালন করতে হয়।ভগবান শনিদেবের নাম দশটি ু শনি, ছায়ানন্দন, পিঙ্গল, বভ্রু, রৌদ্র, সৌরী, মন্দ, কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণের কারণে হয়তো) দুঃখভঞ্জন, কৌনস্থ্য। শনিদেবের গুরু কৈলাসপতি শিবশঙ্কর আর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শনিদেবের একমাত্র আরাধ্য দেব মহাযোগী হনুমানজি। অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশের

জন্মকাহিনির সঙ্গে শনির যোগের কথা অনেকেই জানেন। তবু সেটার উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উক্ত পুরাণ মতে, শনি আদৌ কুদৃষ্টি নিয়ে জন্মাননি; বরং স্ত্রীর অভিশাপই তাঁর কুদৃষ্টির কারণ। একদিন শনি ধ্যান করছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী সুন্দর বেশভূষা করে এসে তাঁর কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন শনি কিন্তু স্ত্রীর দিকে ফিরেও চাইলেন না। অতৃপ্তকাম শনিপত্নী তখন শনিকে অভিশাপ দিলেন, "আমার দিকে ফিরেও চাইলে না তুমি! যাও, অভিশাপ দিলুম, এরপর থেকে যার দিকেই চাইবে, সে-ই ভষ্ম হয়ে যাবে।" এরপর ঘটনাচক্রে গণেশের জন্ম হল। সকল দেবদেবীর সঙ্গে শনিও গেলেন গণেশকে দেখতে। কিন্তু স্ত্রীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে তিনি গণেশের মুখের দিকে তাকালেন না। পার্বতী শনির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শনি অভিশাপের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। কিন্তু পার্বতী সেকথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি শনিকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন। বারংবার অনুরোধের পর শনি শুধু আড়চোখে একবার গণেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাতেই গণেশের মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

মেয়েকে কোন পেশায় দেখতে চান জানালেন আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের কাপুর পরিবারে বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার হস্তান্তরের প্রচলন রয়েছে। এই মুহূর্তে রণবীর কাপুর, কারিনা কাপুর, কারিশমা কাপুরেরা সেই ধারা বহন করছেন। তা সে পেশা হোক কিংবা বিষয়সম্পত্তি।

এমনিতেই বলিউড তারকাদের ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে দেখা যায়। অভিনেতার ছেলে অভিনেতাই হবেন। কিংবা অভিনেত্রীর মেয়ে মায়ের দেখানো পথে হাঁটবেন্ত এই প্রচলনই চলে আসছে। যদিও এটা নিয়ে কম বিতর্ক নেই ইন্ডাস্ট্রিতে। গত বছর নভেম্বরে কাপুর পরিবারের 'ছোট বউ' আলিয়া ভাটের কোল আলো করে আসে কন্যাসন্তান। রণবীর-আলিয়া মেয়ের নাম রাখেন রাহা। মায়ের পরিবারের প্রায় সকলেই হয় অভিনেতা, নয় পরিচালক। রাহার বাবার দিকের পরিবার বংশানুক্রমে অভিনয়কে পেশা করেছে। এবার সেই ধারা ভাঙতে চান আলিয়া।

এমনিতেই সন্তানকে নিয়ে নানান আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে মা-বাবাদের। আলিয়াও ব্যতিক্রম নন। তবে মায়ানগরীর অধিকাংশ বাবা-মা সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেন। সেদিক থেকে আলিয়া একেবারেই ব্যতিক্রমী। তিনি রাখঢাক না করেই জানান তার মেয়েকে ভবিষ্যতে অভিনেত্রীই হতে হবে, এমনটা নয়। আলিয়ার ইচ্ছা মেয়ে বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হোক।

এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া বলেন, "আমি আমার মেয়েকে দেখলেই বলি তুমি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবে।"

মেয়ের জন্মের চার মাসের মাথায় পুরোদমে কাজ শুরু করেন আলিয়া। সামনেই অভিনেত্রীর দুটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে। একটি 'রকি আউর রানি কি প্রেমকাহানি'। অন্যটি হলিউডে তার প্রথম ছবি 'হার্ট অব স্টোন'। পেশার কারণে মেয়েকে তেমনভাবে সময় দিতে পারছেন না বলে বিভিন্ন সময়ে আক্ষেপ করেছেন আলিয়া।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এবার স্বস্তিকাকে পাল্টা খোঁচা অনুপম খেরের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দিনকয়েক আগে রবি ঠাকুরের বেশে নিজের একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। এ নিয়ে ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জির টুইট 'রবি ঠাকুরকে একা ছেড়ে দিন' নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তিনি টুইট করে বসেন, 'কারও রবি ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করা উচিত না। ওই মানুষটিকে একা ছেড়ে দিন।'

স্বস্তিকার সঙ্গে কিন্তু একমত হন অনেকে। অনেকেই স্বস্তিকার টুইটের তলায় লেখেন, 'সহমত'। আরেকজন লেখেন, 'ভুলভাল কিছু একটা বানিয়ে রাখবে। না করলে আর শুনছে কে!' যদিও একাংশের ধারণা, 'গোটা বাংলার মানুষ চেনে রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু সারা ভারতে সবাই চেনে কি? তাহলে তো আরও সিনেমা হওয়া দরকার, যাতে মানুষ জানতে পারে।'

তবে অনলাইনে আসা এসব সমালোচনা বা নিন্দা কোনওটাটেই কান দিতে রাজি নন অনুপম। বরং প্রশংসাতেই বেশি মন দিতে চান তিনি। তাকে বলতে শোনা গেল, 'কিছু লোকের কথা শুনে খুব মজা পেলাম, বলছে রবিঠাকুরকে 'একলা ছেড়ে দিন'। একটা দিনে ৮৬.৪০০ সেকেন্ড আছে। তাতে যদি কেউ ১০ সেকেন্ডের জন্য এসব কথা বলে, আমি অন্তত সেসব ভেবে আমার সেকেন্ড নষ্ট করব না।'

অনুপম জুড়ে দেন, 'এই লোকগুলো নিজেদের যেন ঠাকুরের মুখপাত্র মনে করে।' কাশ্মীর ফাইলস অভিনেতা আরও জানান, 'এরপর কেউ হয়তো বলবে গান্ধীর উপরে সিনেমা বানিও না। বোকা বোকা কথা। তাহলে রবি ঠাকুরকে একা ছেড়ে দাও এর মানে কি? এরকম হতে থাকলে তো লোক শিন্ডলার'স লিস্ট (১৯৯৩) এবং ওপেনহেইমার-এর মতো প্রোজেক্ট বানানো বন্ধ করে দেবে। এই ধরনের কথার আমার কাছে অন্তত কোনও গুরুত্ব নেই। আর দুনিয়ার কেউ সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে পারে না। আমিও সমালোচনা নিয়ে বাঁচতে শিখে গিয়েছি।'

সঙ্গে নাম না করে স্বস্তিকাকে ঠুঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমার অনেক এনার্জি। তবে তার মানে এই নয় যে সেগুলোকে যে কারও ক্ষেত্রে নষ্ট করব। হাতে কাজ নেই, লোকের সমালোচনা করে বিতর্ক তৈরি করে খবরে আসার চেষ্টা। লোককে সমালোচনা করে যদি আপনাকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তাতে কী লাভ!'

অবশ্য নিজের করা টুইটের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন স্বস্তিকা আগেই। টিভি নাইনকে বলতে শোনা যায়, 'অনুপম খের অত্যন্ত গুণী অভিনেতা। শুধু অনুপম খের কেন, যে কেউই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম, এখন তো প্রচুর প্রোপাগান্ডা ছবি হচ্ছে। সেই প্রোপাগান্ডা থেকে রবি ঠাকুরকে দূরে রাখাই ভালো।'

সহকারীর সঙ্গে রেখার সম্পর্ক নিয়ে চর্চা, লেখক বললেন 'বিভ্রান্তিমূলক'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের 'চিরসবুজ' খ্যাত অভিনেত্রী রেখা। ৬৮ বছরেও যেন রূপের দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি নতুন করে চর্চায় এসেছেন এই অভিনেত্রী। গুঞ্জন উঠেছে ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন রেখা। যা নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমে চলছে চর্চা। সামাজিক মাধ্যমেও চলছে তোলপাড়।

সংবাদমাধ্যমগুলোতে দাবি করা হয়েছে ২০১৬ সালে প্রকাশিত ইয়াসের উসমানের লেখা রেখার আত্মজীবনী 'দ্য আনটোল্ড স্টোরি'-তেই নায়িকার জীবনের অজানা এই তথ্যগুলো উঠে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুললেন ইয়াসের উসমান। সম্প্রতি টুইটারে বিবৃতি দিয়ে লেখক বলেন, 'আমার বইয়ের কথা উল্লেখ করে রেখার লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে যেভাবে সংবাদমাধ্যমে লেখা হয়েছে, তা পুরোপুরি ভুয়া ও বিভ্রান্তিমূলক।'

তিনি আরও বলেন, লেখাগুলো মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। বিষয়টি নিয়ে সেনসেশন তৈরির চেষ্টা চলছে। মিডিয়াতে যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমার বইতে উল্লেখ করা হয়নি। পুরো বইয়ের কোনও অংশে 'লিভ ইন রিলেশনশিপ' এই কথাটি ব্যবহার করা হয়নি।. কোথাও লেখা হয়নি দুজনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক রয়েছে।

'ক্লিক' পাওয়ার আশায় রেখার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদমাধ্যমের এই ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ লেখক। তিনি প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দিয়েছেন। ভারতের গণমাধ্যমগুলোতে বলা হয়েছে রেখার জীবনীতে ইয়াসের উসমান লিখেছেন, ব্যক্তিগত সহকারী ফারজানা ছাড়া আর কেউই রেখার বেডরুমে ঢোকার অনুমতি পান না।

তিনি লিখেছেন, ফারজানা রেখার পারফেক্ট সঙ্গী। তিনি পরামর্শদাতা, বন্ধু এবং সমর্থক এবং তাকে ছাড়া রেখা থাকতেই পারেন না। রেখার বিশ্বস্ত সেক্রেটারি ফারজানা, যাকে অনেকেই তার প্রেমিকা বলেন, তিনিই একমাত্র রেখার বেডরুমে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন। বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাদেরও সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই।

টাইগার-দিশার পুরোনো প্রেম কি আবার ফিরছে?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিপাড়ায় টাইগার শ্রফ ও দিশা পাটানির প্রেমের গুঞ্জন নতুন নয়। পর্দার বাইরে বাস্তব জীবনেও তাদের রসায়ন ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও জনসমক্ষে কখনো নিজেদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি টাইগার ও দিশা। তবে তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতা দেখলেই বোঝা যেত, একে অপরকে বেশ পছন্দ করতেন। বছর খানেক আগে দুই অভিনেতার বিচ্ছেদের কানাঘুষা শোনা যায়। এমনকি এক অনুষ্ঠানে এসে নিজেকে সিঙ্গেল বলেও ঘোষণা করেন টাইগার। তার বছর খানেক পর ফের 'কাছাকাছি' দুই প্রাক্তন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে টাইগারকে প্রশংসায় ভরালেন দিশা।

অভিনয় তো এতদিন করেছেনই, এবার গান গাওয়ার দিকেও ঝুঁকেছেন টাইগার। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার প্রথম গান 'লাভ স্টিরিয়ো অ্যাগেইন'। আন্তর্জাতিক শিল্পী অ্যাডওয়ার্ড মায়ার সুরে এই গান গেয়েছেন টাইগার। সেই গানের মিউজিক ভিডিও থেকে টাইগারের একটি ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করে দিশা লেখেন, 'এমন কিছু কি আছে, যেটা তুমি করতে পারো না?' 'বন্ধু'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ অভিনেত্রী। দিশার সোশ্যাল মিডিয়া পাতাতেই মিলল তার প্রমাণ।

চলতি মাসের প্রথম দিকে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল টাইগার ও দিশাকে। সেখানেও একে অপরের সঙ্গেই পুরো সময়টা কাটিয়েছিলেন তারা। এমনকি একই বিমানে করে মুম্বাই থেকে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন একসময়ের চর্চিত এই যুগল।

টাইগারের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের জল্পনা চলাকালে শ্রফ পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গেও বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দিশার। বিশেষ করে টাইগারের মা ও বোনের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক অভিনেত্রীর। এ জুটির বিচ্ছেদের খবর পাওয়ার পরও শোনা গিয়েছিল, আয়েশা ও কৃষ্ণার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি দিশা। টাইগারের সঙ্গেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন অভিনেত্রী।

বিশ্বকাপে বেশি

চাপে থাকবে ভারত: গিভস

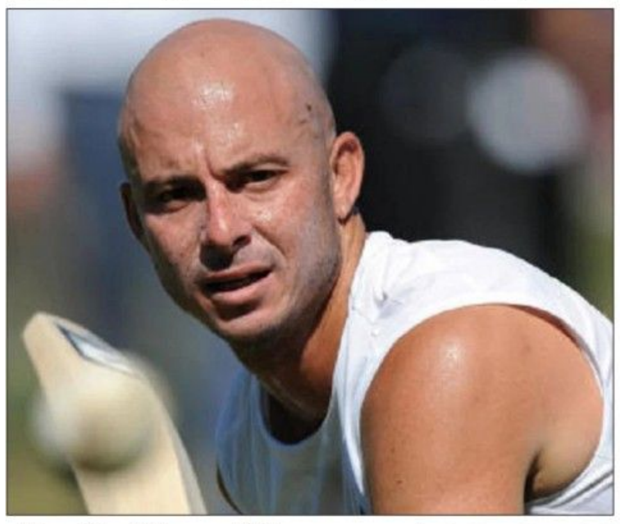

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন পরই ভারতের মাটি গড়াতে যাচ্ছে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কাছ থেকে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা সমর্থকদের। সুযোগ এক যুগ পর বিশ্বকাপ দিয়ে শিরোপা খরা ঘোচানোর। যদিও কাজটা সহজ হবে না বলে জানিয়েছেন সাবেক প্রোটিয়া কিংবদন্তি ব্যাটার হার্শেল গিবস।

গতকাল শনিবার (২২ জুলাই) জিম্বাবুয়ের টি-টেনে লিগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হার্শেল গিবস বিশ্বকাপে ভারতের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন্ওভারতই সবচেয়ে বেশি চাপে থাকবে। ওদের অনেক বড় বড় খেলোয়াড় আছে, যারা চাপের মুখে সত্যিই খুব ভালো খেলে। তবে, আমি বলব এবারের বিশ্বকাপটা পুরোপুরি উন্মুক্ত। উপমহাদেশের কন্ডিশনে খেলা দলের তো অভাব নেই। আমি মনে করি রোমাঞ্চকর একটি টুর্নামেন্ট হবেῃ

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির হাত ধরে ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল ভারত। এরপর এক দশক কেটে গেলেও ভারতকে শিরোপা জয়ের স্বাদ দিতে পারেনি রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। তাই ঘরের মাঠে শিরোপা খরা কাটানোই বিরাট এক চ্যালেঞ্জে রাহুল দ্রাবড়ের শিষ্যদের।

ধোনি-জাদেজার 'ঝগড়া'

নিয়ে মুখ খুললেন রায়ডু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২-এর আইপিএল চলার সময় মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রবীন্দ্র জাদেজার 'ঝগড়া' নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। অনেকেই মনে করেছিলেন, চেন্নাই সুপার কিংসের সাজঘরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সেই প্রতিযোগিতার এক বছরেরও বেশি সময় পর এ বিষয়ে মুখ খুললেন আম্বাতি রায়ডু।

চেন্নাইয়ে ধোনি-জাদেজার সঙ্গে খেলা এই ক্রিকেটার জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের জল্পনা ছাড়া এই ঘটনা আর কিছুই নয়।

এক সাক্ষাৎকারে রায়ডু জানিয়েছেন, তখন ধোনিকে নিয়ে মোটেই হতাশ হননি জাদেজা। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয় না ধোনির ব্যবহারে জাড্ডু হতাশ হয়ে পড়েছিল। হয়তো ও কিছুটা দুঃখে ছিল কারণ দল তখন ভাল খেলতে পারছিল না। সেই বছর চেন্নাইয়ের পারফরম্যান্স মোটেই ভাল হচ্ছিল না। তাই হয়তো জাড্ডু দুঃখ পেয়েছিল।" রায়ডু জানিয়েছেন, মৌসুমের শেষে পাজরে চোটের কারণ বিশ্রামে গিয়েছিলেন জাদেজা। সেই সময় মানসিক শান্তিও দরকার ছিল তার। ধোনির সঙ্গে ঝামেলার কারণে বিশ্রাম নেননি তিনি। প্রসঙ্গত, ২০২২-এর আইপিএলে চেন্নাই শেষ করেছিল নবম স্থানে।

রায়ডু জানিয়েছেন, চেন্নাই দল একটি পরিবারের মতো। সেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বন্ধুত্ব রয়েছে। ধোনিকে সেখানে সবাই দেখেন অভিভাবকের মতো। রায়ডুর কথায়, "ধোনি নিজের হাতে এই দলটা তৈরি করেছে। ওর জন্যেই জাড্ডু আজ এতো ভাল ক্রিকেটার তৈরি হয়েছে। ১০-১২ বছর ধরে ওকে লালন-পালন করেছে ধোনি। তাই এবার চেন্নাইয়ের হয়ে ফাইনাল জেতানোর পর ধোনি নিশ্চয়ই মনে মনে খুশি হয়েছে।"

ব্রাজিল ফুটবলের মুকুটহীন 'রানী' মার্তা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কেউ কেউ তাকে 'স্কার্ট পড়া পেলে' নামে ডাকতো, তবে ব্রাজিলিয়ান এই নারী ফুটবল তারকা তার সমর্থকদের কাছে 'কুইন মার্তা' হিসেবেই পরিচিত। চলমান বিশ্বকাপের পরে আর দেখা যাবে না নারী ফুটবলের এই জীবন্তকিংবদন্তীকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ৩৭ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নিশ্চিত করেছেন নিঃসন্দেহে এটাই হতে যাচ্ছে তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। যদিও পারফরমেন্স বিবেচনায় ফুটবলের এই রানীকে তার দল প্রথমবারের মত বিশ্ব আসরের শিরোপা দিতে পারবে কিনা, তা নিয়ে শঙ্কা থেকেই যায়। মার্তা নিজেও ইনজুরির সাথে লড়াই করতে করতে এখন অনেকটাই ক্লান্ত।

আগামীকাল পানামার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিল ফিফা নারী বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু করবে। তার আগে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সফল তারকা মার্তা বলেছেন, 'এটাই স্বঅবাবিক যে, ২০ বছর আগের মার্তা আর এখনের আমি এক নই। কিন্তু শারিরীক ভাবে আমি বেশ সুস্থ আছি এবং মানসিক ভাবে আরো বেশি ভাল অনুভব করছি।'

সম্প্রতি মার্তা ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন। নারী ফুটবলের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয়। ২০০৭ সালে সেলেসাওরা যখন প্রথমবারের মত বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল তখন আন্তর্জাতিক ভাবে মার্তাকে নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে। এর আগে অবশ্য ব্রাজিলের হয়ে ২০০৪ সালে অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জয় করেছেন মার্তা। চার বছর পরের অলিম্পিকেও সেই পদক ধরে রেখেছিল ব্রাজিল।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের পুরুষ ও নারী দল মিলিয়ে পাঁচ আসরে মার্তা সর্বকালের সর্বোচ্চ ১৭ গোল করে ইতিহাস রচনা করেছেন। তার থেকে একটি কম গোল করেছেন জার্মান তারকা মিরোস্লাভ ক্লোজা। এখন তার সামনে সুযোগ সেই রেকর্ডকে আরো সমৃদ্ধ করা।

এবারের দলে মার্তা তার দীর্ঘদিনের দুই অভিজ্ঞ সতীর্থকে পাচ্ছেন না। সতীর্থ আরেক কিংবদন্তী ফোরমিগা সাতটি বিশ্বকাপ খেলার পর ২০২১ সালে অবসর নিয়েছেন। অন্যদিকে ৩৮ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানে এবারের দলে জায়গা পাননি। গুরুতর হাঁটুর ইনজুরির কারণে মার্তা নিজেও প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে ছিলেন। ২০০৩, ২০১০ ও ২০১৮ সালের তিনবারের কোপা আমেরিকা বিজয়ী মার্তা গত বছর ইনজুরির কারণে এই টুর্ণামেন্টে খেলতে পারেননি। ব্রাজিল সফলভাবে তাদের শিরোপা ধরে রেখেছিল। ফেব্রুয়ারিতে দলে ফিরে জাপানের বিরুদ্ধে ১-০ গোলের জয়ের মাধ্যমে ব্রাজিলকে শিবিলিভস কাপ উপহার দেন। ঐ ম্যাচে ফিরে মার্তা বলেছিলেন, 'ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মত এত লম্বা সময় আমি খেলার বাইরে ছিলাম। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি।'

মার্তা হয়তোবা ব্রাজিল কিংবদন্তী পেলের মত তিনটি বিশ্বকাপ জয় করতে পারেননি, কিন্তু নারী ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম বর্ণাঢ্য একজন খেলোয়াড় হিসেবে মার্তার নাম লেখা থাকবে। ছয়বার তিনি ফিফার বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড় বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে নিজেকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। জাতিসংঘের লিঙ্গ সমতার শুভেচ্ছাদূত হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। ব্রাজিলের নারী ফুটবলারদের জন্য এক অনুপ্রেরণার নাম মার্তা।

পিএসজির স্কোয়াড থেকে বাদ এমবাপ্পে!

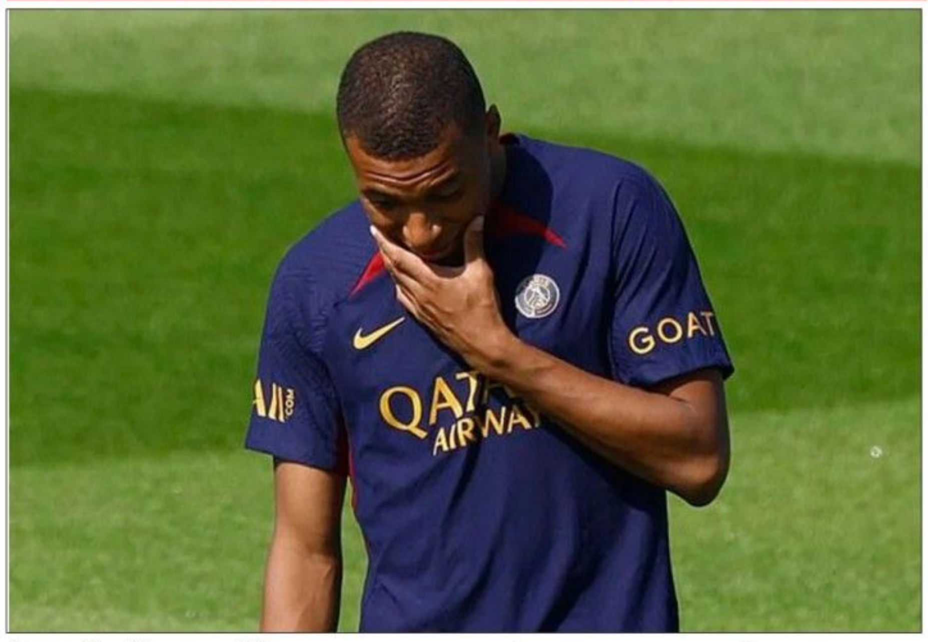

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিরতি শেষে ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলো ফুটবলে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন মৌসুমের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখার জন্য জাপান সফরে যাবে পিএসজি। কিন্তু নিজেদের সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়াই সেখানে যাচ্ছে ক্লাবটি।

দলবদলের সময় শেষ হতে এখনো ঢের বাকি। বরাবরের মতো এবারও আলোচনার হট টপিক এমবাপ্পে। পিএসজির সঙ্গে নতুন কোনো চুক্তি করতে নারাজ এই ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ড। তাই সে অনুযায়ী, নতুন মৌসুম শেষেই ক্লাব ছাড়বেন তিনি। কিন্তু পিএসজি তাকে বিনা মূল্যে ছেড়ে দিতে নারাজ। হয় ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে হবে, নয়তো চলতি দলবদলেই চড়া দামে ক্লাব ছাড়তে হবে।

এই মাসের শুরুতে পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি বলেন, 'আমার অবস্থান একদম পরিষ্কার। একই জিনিস বারবার বলতে চাই না। আমরা চাই সে থাকুক। যদি এমবাপ্পে থাকতে চায়, তাহলে তাকে নতুন চুক্তি করতে হবে। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে আমরা বিনামূল্যে হারাতে পারি না। এটা অসম্ভব। সে বলেছিল, যে কখনোই ফ্রিতে চলে যাবে না। সে তার ভাবনা বদলে ফেলেছে এতে আমার কোনো দোষ নেই।'

এদিকে জাপান সফরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আল নাসর, সেরেজো ওসাকা ও ইন্টার মিলানের বিপক্ষে খেলবে পিএসজি। এরপর দক্ষিণ কোরিয়া সফরে যাবে তারা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে

বিদায় জানালেন থিরিমান্নে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় চার বছর ধরে ওয়ানডে দলে সুযোগ হয় না লাহিরু থিরিমান্নের। সবশেষ টেস্টও খেলেছেন বছরখানেক আগে। নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় দলে ফেরার আশা না থাকার কারণেই সম্ভবত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন শ্রীলঙ্কার হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী এই ব্যাটসম্যান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে গত শনিবার ১৩ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দেন থিরিমান্নে। ২০২২ সালের মার্চে ভারতের বিপক্ষে বেঙ্গালুরু টেস্ট হয়ে রইল শ্রীলঙ্কার জার্সিতে তার শেষ ম্যাচ। সিদ্ধান্তটি নেওয়ার পেছনে যে কিছুটা অভিমান কাজ করেছে, সেটা ফুটে উঠেছে ৩৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের পোস্টে।

তিনি জানান, খেলোয়াড় হিসেবে আমি আমার সেরাটা দিয়েছি, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, খেলাকে সম্মান করেছি এবং মাতৃভূমির প্রতি সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। সিদ্ধান্তটি নেওয়া ছিল কষ্টের। অনেক অপ্রত্যাশিত কারণ আছে, যা আমাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছে, তবে আমি সেসব এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। এসএলসির সদস্য, কোচ, সতীর্থ, ফিজিও, ট্রেইনার ও অ্যানালিস্টদের ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের সহায়তা ও উৎসাহের জন্য।

২০১০ সালে মিরপুরে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পথচলা শুরু হয়ে থিরিমান্নের। পরের বছর টেস্ট অভিষেক হয়ে যায় তার। প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেন তিনি ২০১২ সালে। লঙ্কানদের হয়ে ৪৪ টেস্ট, ১২৭ ওয়ানডে ও ২৬ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন থিরিমান্নে। সাদা পোশাকে ৩ সেঞ্চুরি ও ১০ ফিফটিতে ২ হাজার ৮৮ রান করেছেন তিনি। যার মধ্যে দুইটি সেঞ্চুরিই বাংলাদেশের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে ৩ হাজার ১৯৪ রান করেছেন থিরিমান্নে। ৪ সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি ২১টি। আর টি-টোয়েন্টিতে তার রান ২৯১।

থিরিমান্নের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় অর্জন নিঃসন্দেহে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ওই আসরে যদিও তেমন একটা ভালো করতে পারেননি তিনি। ফাইনালসহ ৩ ম্যাচ খেলে তার ব্যাট থেকে আসে ৭১ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে দুইটি ওয়ানডে বিশ্বকাপও খেলেন থিরিমান্নে। এছাড়া জাতীয় দলকে পাঁচটি ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে তার।

এবারও অ্যাশেজ

জেতা হচ্ছে না ইংল্যান্ডের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বৃষ্টিই এবার ইংল্যান্ডকে অ্যাশেজ টেস্ট সিরিজ জিততে দিল না। চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভালো বোলিং ও ব্যাটিংয়ের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও অস্ট্রেলিয়াকে চেপে ধরেছিল বেন স্টোকরা। তবে বৃষ্টির জলে সব ভেসে গেছে।

সিরিজ জয় না হোক আর অন্তত হারার শঙ্কা নেই অজিদের। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের পঞ্চম ও শেষ দিনের সবটাই ভেসে গেছে বৃষ্টির জলে। ফলে চতুর্থ টেস্ট হয়েছে ড্র। ওভালে শেষ টেস্টে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই নামবে অস্ট্রেলিয়া।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ড্র হওয়াতে অ্যাশেজ ধরে রাখাও নিশ্চিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। ২০১৫ সালের পর থেকে অ্যাশেজ জয়ের অপেক্ষা তাই আরেকটু দীর্ঘ হলো ইংলিশদের।

মাঠে উগ্র আচরণে

কী শাস্তি হতে পারে ভারতীয় অধিনায়কের?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় নারী দলের বিপক্ষে শনিবার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নারী দলের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচ। আর এই ম্যাচে হয়েছে বেশ কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনা। বিশেষ করে ম্যাচের আগে ও পরে ভারতীয় অধিনায়কের উগ্র আচরণ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। রীতিমত সীমা ছাড়িয়েছেন হারমানপ্রীত কৌর।

২২ জুলাই মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তৃতীয় ওয়ানডেতে হারমানপ্রীত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান মূলত আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলে। এই ম্যাচে একাধিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অসন্তোষ প্রকাশ করে সফরকারী ভারত। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানেও হারমানপ্রীত তির্যক মন্তব্য করলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বাংলাদেশ নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। দুই দলের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ট্রফিসহ আরও কিছু ছবি তোলার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন তিনি। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সতীর্থদের নিয়ে ড্রেসিং রুমে ফিরে যান তিনি। ম্যাচ শেষে আম্পায়ারিং নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন হারমানপ্রীত। বলেন, যে ধরনের আম্পায়ারিং হয়েছে তাতে তিনি খুবই বিস্মিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশে আসলে এগুলো মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন তারা। হারমানের এমন আচরণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বাংলাদেশের সমর্থকরা। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের বারবার অসম্মান করায় তার কঠিন শাস্তি চেয়েছেন নেটিজেনদের অনেকেই।

ক্রিকেটীয় বিধি অনুযায়ী, মাঠে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে বা কোন ক্রিকেটার বা ম্যাচ অফিসিয়ালের প্রতি বাজে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তি হতে পারে হারমানপ্রীতেরও। তবে খুব বেশি বড় শাস্তি হয়তো তিনি পাবেন না।

ধারণা করা হচ্ছে, হারমানপ্রীতকে আর্থিক জরিমানা ও ডি মেরিট পয়েন্ট দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ম্যাচ ফির বড় অংশ জরিমানা দিতে হতে পারে তাকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR